সাইমন কমিশন

- লর্ড আরউইন এর সময়ে উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য গঠিত কমিশনের নাম হলো সাইমন কমিশন (১৯২৭ সালে)। এটি সাদা কমিশন নামে পরিচিত। এর সদস্য ছিল ৮ জন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। কাজী নজরুল ইসলাম 'সাইমন কমিশন রিপোর্ট' নামে ব্যাঙ্গাত্মক একটি কবিতা লিখেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন

ভারত শাসন আইন-১৯৩৫

- ১৯২৬ সালে ঢাকা ও কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হলে ব্রিটিশ সরকার একটি ভারত শাসন আইন প্রণয়নের জন্য ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে।
- পরবর্তীতে সাইমন কমিশন, নেহরু রিপোর্ট ও চৌদ্দ দফা নিয়ে ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি গোলটেবিল বৈঠক।
- মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, সাইমন কমিশন ও ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে **১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় ভারত শাসন আইন।**

ভারত শাসন আইন

- ভারত শাসন আইন পাস হয়- ১৯৩৫ সালে
- ভারত শাসন আইন কার্যকর হয়— ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে- ১৯৩৫ সালে
- উপমহাদেশের নারীরা প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন- ১৯৩৭ সালে
- উপমহাদেশের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন হয়- ১৯৩৭ সালে

কেন্দ্রীয় আইনসভা হয় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট

- (ক) রাষ্ট্রীয় সভা (Council of State) [উচ্চকক্ষের নাম]
- (খ) ব্যবস্থাপক/যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (Federal Assembly) [নিম্ন কক্ষের নাম]

ভারত শাসন আইনের ফলাফল

- বার্মা (মিয়ানমার) উপমহাদেশ থেকে পৃথক হয় (কার্যকর: ১৯৩৭)
- বিহার ও উড়িষ্যা নামে নতুন ২টি প্রদেশ গঠিত হয়
- উপমহাদেশে নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায়

কৃষক প্রজা পার্টি

- প্রতিষ্ঠা- ১৯৩৬
- প্রতিষ্ঠাতা- শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

কৃষক প্রজা পার্টি-

প্রতীক (হুক্কা)

কৃষক প্রজা পার্টি

শ্লোগান: ডাল ভাত

১৯৩৭ সালের নির্বাচন

বঙ্গীয় বিধান সভা নির্বাচনে মুসলিম আসনের ফলাফল, ১৯৩৭

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা হার
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬	৩০.৭৬
মুসলিম লীগ	৩৫	২৯.৯১
স্বতন্ত্র (মুসলিম)	৪১	৩৫.০৪
ত্রিপুরা কৃষক সমিতি	০৫	৪.২৭
মোট	১১৭	৯৯.৯৮

১৯৩৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের ফলাফল

- এককভাবে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার হয়।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক

- নির্বাচনী এলাকা: **পটুয়াখালি**
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী
- ১৯৩৭ সালে বাংলায় হককে মুখ্যমন্ত্রী করে হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়

হক মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-১৯৪১)

- মন্ত্রিসভার সদস্য: ১১ জন (৬ জন মুসলিম + ৫ জন হিন্দু)
- মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী: এ কে ফজলুল হক
- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: খাজা নাজিমউদ্দিন (মুসলিম লীগ সভাপতি)
- বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রী: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (মুসলিম লীগ সাধারণ সম্পাদক)

হক মন্ত্রীসভা

- ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পেশ করেন।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার অবদান

- **ফ্লাউড কমিশন গঠন:** বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে প্রধান করে কমিশনটি গঠন করা হয়। ১৯৪০ সালে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের আলোকে ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে 'প্রজাস্বত্ব আইন' পাস হয়।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার অবদান

- বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন পাস (এর মাধ্যমে সমগ্র প্রদেশে অসংখ্য ঋণ সালিসি বোর্ড গঠন করা হয়)
- পাট অধ্যাদেশ জারি।
- মুসলমানদের জন্য ৫০% চাকুরি নির্দিষ্ট রাখার ব্যবস্থা হয়।
- বঙ্গীয় মহাজনী আইন প্রণয়ন। ফলে মহাজনদের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার অবদান

- তেজগাঁও কৃষি ইনস্টিটিউট (বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)
- শিক্ষা বোর্ড বিল পাস
- পল্লী উন্নয়নে থানা কর্মকর্তা নিয়োগ

মন্ত্রিসভার পতন (১৯৪১):

- ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জিন্নাহর সাথে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির কারণে মুসলিম লীগের ২১ জন সদস্য কোয়ালিশন ত্যাগ করে ফলে ফজলুল হকের প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রীসভা (শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা): ১৯৪১-৪৩

- ফজলুল হক মন্ত্রিসভা গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ‘প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি গঠন করেন।
- তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির (হিন্দু মহাসভা) সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভা শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা নামে পরিচিত। এই মন্ত্রিসভারও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এ কে ফজলুল হক।

- ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ব্যর্থ হওয়ায় শ্যামা-হক মন্ত্রিসভার পতন হয়।

নবযুগ

ফজলুল হক, মুজাফফর আহমেদ ও নজরুলের
সাথে প্রকাশ করেন

নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভা

- ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার পতনের পর গভর্নর কর্তৃক ১৯৪৩ সালে নাজিমউদ্দিন ১৩ সদস্যবিশিষ্ট এক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন (মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও দেশরক্ষা মন্ত্রণালয়) এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেওয়া হয় **বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়।**

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন

- ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বশেষ নির্বাচন।
- মুসলিম লীগ নির্বাচনকে পাকিস্তানের পক্ষে ‘গণভোট’ বলে প্রচারণা চালায়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।
- মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেয়: হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম।

১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় নির্বাচন

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী।
- গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- ৩ জন

- প্রথম মুখ্যমন্ত্রী— এ কে ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩)
- দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী— খাজা নাজিম উদ্দীন (১৯৪৩-১৯৪৬)
- তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী/শেষ মুখ্যমন্ত্রী— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৬-১৯৪৭)

দেশভাগের প্রেক্ষাপট ও প্রক্রিয়া

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

দ্বিজাতি তত্ত্ব

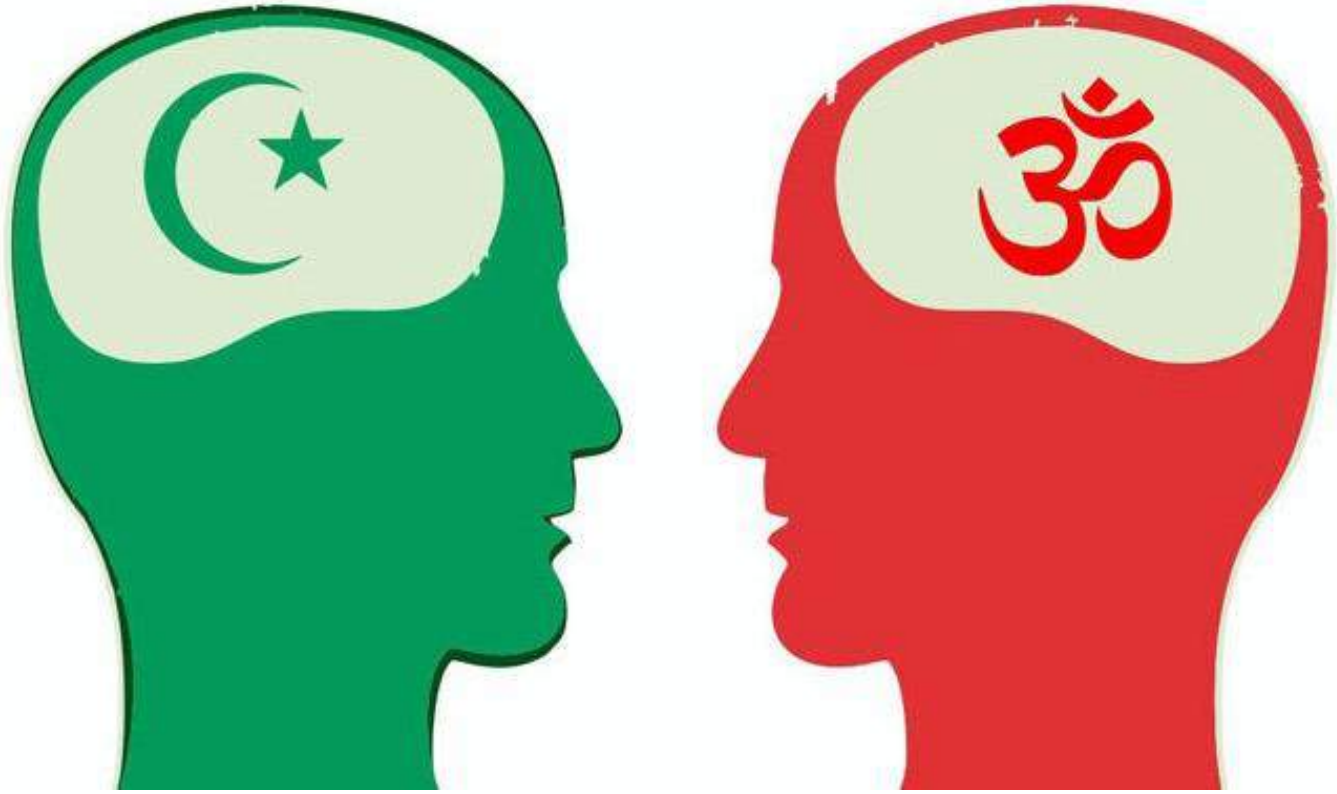

দ্বিজাতি তত্ত্ব

- স্থান: লাহোরে মুসলিম লীগের ২৭ তম অধিবেশন
- সভাপতি ও উত্থাপক: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
- তারিখ: ২৩ মার্চ, ১৯৩৯
- দ্বি-জাতি তত্ত্বের মূল কথা: হিন্দু-মুসলিম আলাদা রাষ্ট্র।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাব

- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থসংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন।
- এই প্রস্তাবই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে অভিহিত।

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তি

- লাহোর প্রস্তাবের **ভিত্তি ছিল: দ্বি-জাতি তত্ত্ব**
- লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা বা বক্তব্য: উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন।

মূল লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন

- ৯ এপ্রিল, ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যদের একটি বিশেষ কনভেনশনে ‘**একাধিক** স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (Independent States) কথাটি সংশোধন করে ‘**একটি** স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র’ (Independent State) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পাকিস্তানের জন্ম লাহোর প্রস্তাব নাকি দিল্লি প্রস্তাব?

- পাকিস্তানের জন্ম ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয় বরং ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। কারণ লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করা হয়েছিল।

ভারত ছাড় আন্দোলন

- ভারতের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীর নেতৃত্বে ‘ভারত ছাড়' দাবিতে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।

ভারত ছাড় আন্দোলন

১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন।

ক্রিপস মিশন

- **ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল** ব্রিটিশ কেবিনেটের প্রভাবশালী মন্ত্রী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ২২ মার্চ, ১৯৪২ সালে উপমহাদেশে প্রেরণ করেন।

ক্রিপস প্রস্তাব

- ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন হবে।
- ভারত ইউনিয়ন ‘ডোমিনিয়ন’ মর্যাদা পাবে।
- ফলাফল: ভারতের কোনো রাজনৈতিক দলই ক্রিপস প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ না করায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা

- ভারতীয় রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক সমস্যাবলি নিরসনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী **এটলি** ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি একটি মন্ত্রিমিশন গঠন করেন।

মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা

- মন্ত্রিমিশন ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের পদ্ধতি প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু উভয় দলের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি না হওয়ায় মন্ত্রিমিশন তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এটাই মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

- মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্ট চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পরস্পর বিরোধী অবস্থান নিরসনকল্পে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সিদ্ধান্ত নেয়।
- গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনা 'মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার আলোকেই ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' পাস করা হয়।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ভারত স্বাধীনতা আইন করা হয় ১৯৪৭ সালে।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- আইন পাস ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই
- আইনটি পাস হয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে

দুই দেশের সীমানা নির্ধারণ

র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমা নির্ধারণ কমিটি।

৯ আগস্ট ১৯৪৭ র‍্যাডক্লিফ তা ভাইসরয়ের কাছে

জমা দেন

ফলাফল

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- পাকিস্তানের জন্ম: ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এ
- ভারত স্বাধীন হয়: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭

ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- স্বাধীন ভারতের গভর্নর হন: লর্ড মাউন্টব্যাটেন।
- স্বাধীন পাকিস্তানের গভর্নর হন: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

চক্রবর্তী

রাজাগোপালাচারী:

ভারতের সর্বশেষ গভর্নর

জেনারেল

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস

কতিপয় বিদ্রোহ

তেভাগা আন্দোলন: ইলা মিত্র

তেভাগা আন্দোলন

- তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর -এ শুরু হয়ে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত চলে।
- আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও ইলা মিত্র।
- মোট উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুইভাগ পাবে চাষী, এক ভাগ জমির মালিক এই দাবি থেকেই তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত ।
- দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

নাচোল বিদ্রোহ (১৯৪৯-৫0)

- নাচোল বিদ্রোহ- ১৯৪৯-৫০ সালে।
- বৃহত্তর রাজশাহী জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত নাচোল উপজেলার জোততারদের শোষণ ও চাষিদের অধিকার আদায়ে সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ।
- নাচোল বিদ্রোহের নেত্রী ছিলেন- ইলা মিত্র

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারক

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- পরিচয়: বিশিষ্ট সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ
- পিতা: নবাব খাজা আহসানউল্লাহ
- পিতামহ: নবাব খাজা আব্দুল গনি।

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা
- সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত: ১৯০৬ সালে

হাজী মুহাম্মদ মহসিন

- বাংলার দানবীর বা বাংলার হাতেম তাই
- ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন

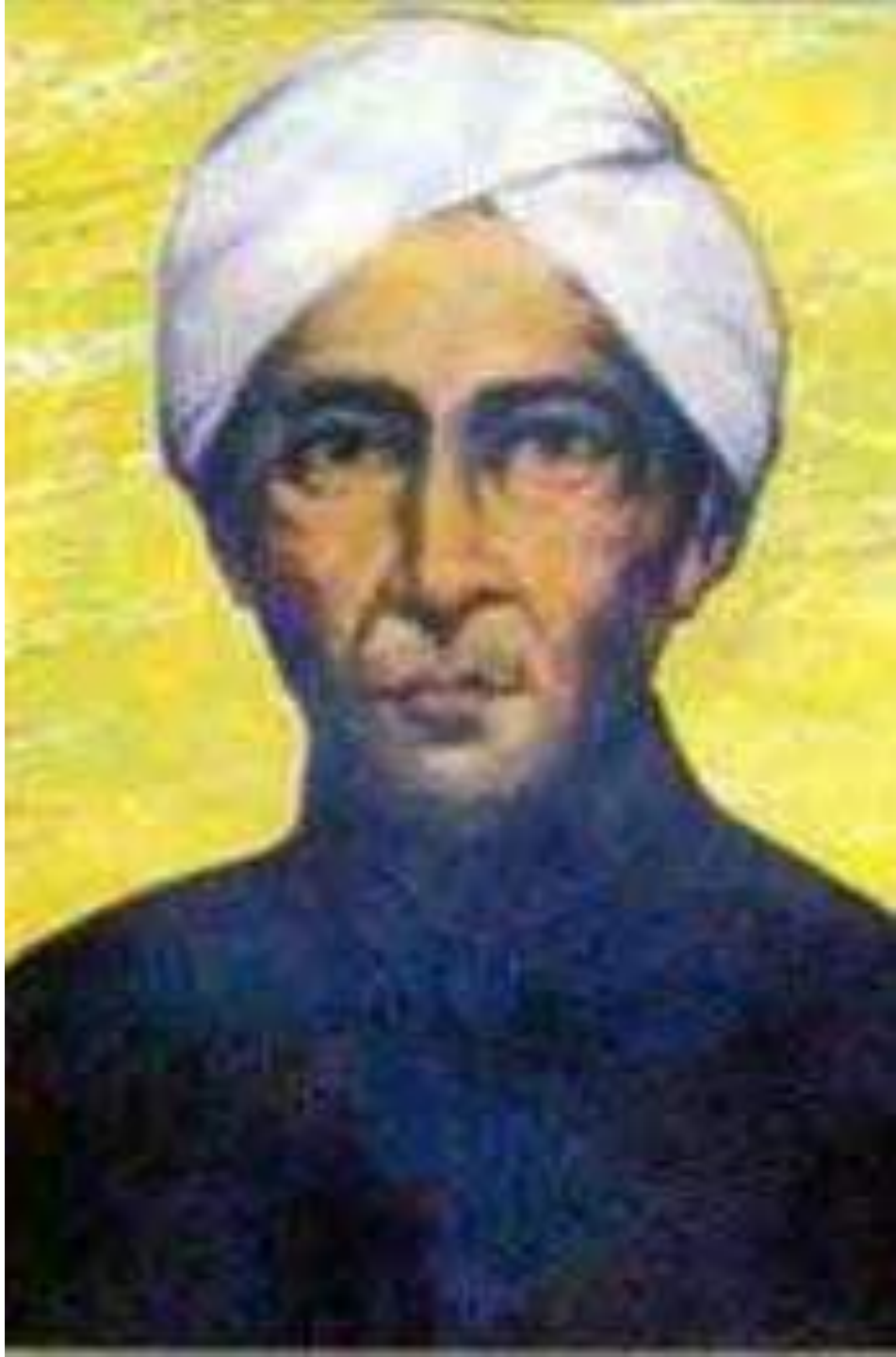

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

- **ভারতের মুসলিম জাগরণের প্রথম অগ্রদূত**
- ১৮৭৫ সালে আলীগড়ে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন
- **পরে ১৯২০ সালে এটি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে** রূপান্তরিত হয়।
- আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারার সৃষ্টি হয় উপমহাদেশের ইতিহাসে তা ‘আলীগড় আন্দোলন’ নামে পরিচিত।

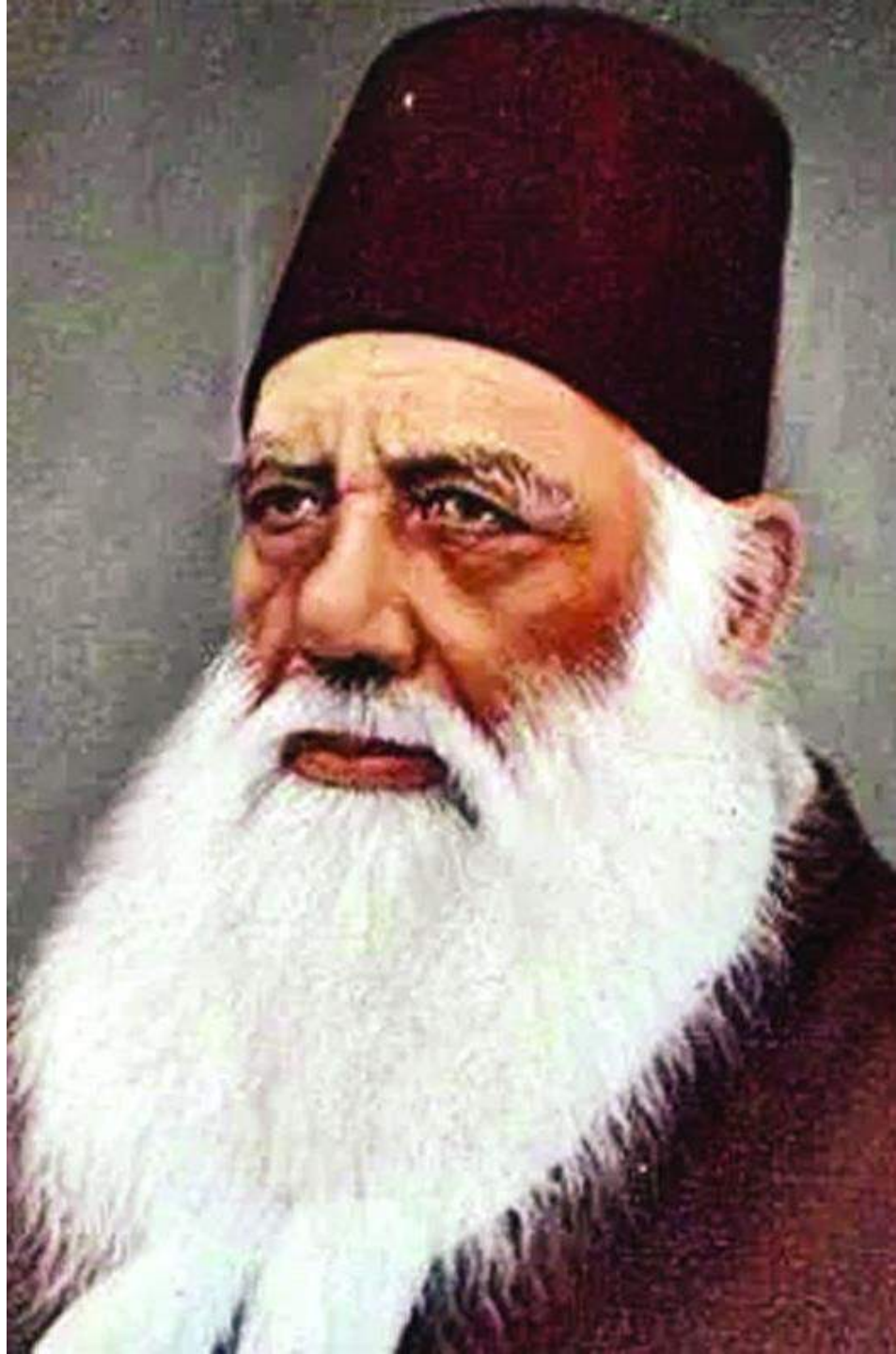

নওয়াব আব্দুল লতিফ

- **কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ** খোলেন
- **বাংলার প্রথম মুসলিম হিসেবে ১৮৬২ সালে বাংলার আইন পরিষদের সদস্য**
- মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন

সৈয়দ আমীর আলী

- পেশায় ছিলেন: ব্যারিস্টার
- কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি
- লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য (ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের উপদেষ্টা কমিটি)
- ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা

সৈয়দ আমীর আলী

- তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন।
- ভারতের আইনে মুসলিম আইন প্রবর্তনে ভূমিকা পালন।
- বিখ্যাত গ্রন্থ
    - ‘The Spirit of Islam’
    - ‘A Short History of Saracens'

Thank You